পি·জে·কে·প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
রক্তের টান

পি, জে, কে প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

রক্তের টান

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ... কমল চট্টোপাধ্যায়
সংলাপ ... ... শিবরাম চক্রবর্ত্তী
গান ও সুর ... ... গিরীন চক্রবর্ত্তী
চিত্র-শিল্পী—সুধীর বসু : : শব্দ-যন্ত্রী—মান্না লাডিয়া
সম্পাদক—রবীন দাস : : শিল্প-নির্দ্দেশক—গোপী সেন
ব্যবস্থাপক—প্রভাত মুখার্জ্জী, হিরণ ঘটক : : রূপ-সজ্জাকর—অভয় দে
নৃত্য-পরিকল্পনা—পিটার গোমেশ : : আলোক-সম্পাত—হেমন্ত বসু

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

—সহকারী—

পরিচালনায় : দিলীপ দে চৌধুরী। সঙ্গীতে : বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী। চিত্র-শিল্পে : সমীর দত্ত ও সুনীল মিত্র। শব্দ-যন্ত্রে : তরণী রায় ও কৃষ্ণা বাহাদুর। সম্পাদনায় : গোবর্দ্ধন অধিকারী। ব্যবস্থাপনায় : সত্য আচার্য্য। স্থির-চিত্রে : ষ্টীল ফটো সার্ভিস। আবহ-সঙ্গীতে : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

ভার্ত্তিয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল কোং লিঃ, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, চাঁপাতলা ইয়ংম্যান জিমন্যাষ্টিক ক্লাব।

—ভূমিকায়—

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ❋ প্রমীলা ত্রিবেদী ❋ সন্তোষ সিংহ ❋ লীলাবতী (করালী) ❋ কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী ❋ শ্রীমতী অপর্ণা ❋ নবদ্বীপ হালদার ❋ কুমারী মিলু ❋ কুমার মিত্র ❋ রেখা মিত্র ❋ বেচু সিংহ ❋ আশা বসু ❋ মণি ❋ গিরীন

প্রঃ সোম, চন্দ্রশেখর, কালু, বীরেন, ধীরেন, সুবল, কামাখ্যা, সুরেন, পিলু, ভবানী, বটু, রাণী, বাণী, ঊষা, মণীন্দ্র, রাজকুমার, কার্ত্তিক, পিটার ও আরো অনেকে।

প্রচার-সচিব—জ্যোতিষ ঘোষ

একমাত্র পরিবেশক ঃ টকী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স
৩০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা-১৩।

কাহিনী

সেদিন
একটা যোগ
উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরের
ঘাটে খুব ভীড়।

ন' বছরের পাঞ্জাবী মেয়ে ভাবিনীকে নিয়ে তা'র মা এসেছেন পুণ্য স্নানে। এক ঘাটিয়ার কাছে মেয়েকে বসিয়ে মা নামলেন স্নানে। ওদিকে ঘাটিয়া ছিল আসলে এক গুণ্ডা। সে সুযোগ বুঝে ভাবিনীকে নিয়ে স'রে প'ড়ল······· হাজির হ'লো একেবারে আড্ডায় এসে। সর্দার ত' ভারী খুশি। তৈরী ক'রতে পারলে ছুঁড়িটা বহুৎ কাজ দেবে!

স্নানান্তে মা এসে মেয়েকে দেখতে পেলেন না, কোনো খোঁজও পেলেন না, কোথাও না! সংজ্ঞাহীনা হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি··· লোকজন তাঁকে পাঠিয়ে দিল হাঁসপাতালে।

এদিকে ভাবিনীকে নাচ-গান, কত কি কসরৎ শেখানো হ'তে লাগল। শিখতে না চাইলেই চাবুক······ চাবুকের ভয়ে ভাবিনীর চোখের জল চোখেই শুকোয়······

মা সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন। ব'সে ব'সে মেয়ের কথাই ভাবেন। হাঁসপাতালের কতৃপক্ষ একদিন তাঁকে দিলেন মুক্তি। হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে তাঁর কাজ হ'ল মেয়েকে খুঁজে বার করা। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় না। ঘুরতে ঘুরতে এলেন এক আদর্শ অনাথাশ্রমে। আশ্রমের মালিকের কথাবার্ত্তা শুনে মায়ের মনে সন্দেহ জাগে—লোকটা লম্পট, না পাগল! ভাবিনীর মাকে তিনি বলেন সেই আশ্রমে থাকতে···সেখানকার অনাথ শিশুদের মা হ'য়ে··· ভাবিনীর শোক হয়ত তা'তে ভুলতে পারবেন······

কিন্তু ভাবিনীকে খুঁজে বার করা ত' হয়নি তখনো!······

······গুণ্ডাদের আড্ডায় ভাবিনী দেখাচ্ছিল তার নতুন-শেখা কসরৎ। এমন সময় পুলিস এসে উপস্থিত। একজন গুণ্ডা কিন্তু ভাবিনীকে নিয়ে চোরা-পথ দিয়ে স'রে প'ড়ল রাত্রির অন্ধকারে। ভাবিনীকে নিয়ে সে উঠল এক ঘোড়ার গাড়ীতে। ঘোড়ার গাড়ী কোথায় যাচ্ছে কে জানে! ভাবিনী যেন ভয়ে আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ী থামিয়ে গুণ্ডা আর কোচোয়ান কোথায় গেল একটু মৌতাত করতে। ভাবিনী কিন্তু আসলে ঘুমোয়নি। এই সুযোগে চুপিসারে সে বেরিয়ে পড়ল। পথে ঘুরতে ঘুরতে ভাবিনী আশ্রয় পেল বস্তিতে এক মাতালের বাড়ী। মাতাল হ'লে কি হয়, লোক সে ভাল, কাজ করে এক লোহার কারখানায়, বাস করে এক গেঁজেল বন্ধু আর তার পরিবার গোলাপীদের সঙ্গে। সন্তানহীনা গোলাপী ভাবিনীকে পেয়ে ভারী খুশি। নিজের মেয়ের মতো তা'কে যত্ন করে, তা'কে বাঙলা শেখায়, তা'কে সে বাঙালী মেয়ে ক'রে গ'ড়ে তুলবে!

—"বল্‌তো ভাবিনী, আমি তোর কে?"

—"টুমি, টুমি, টুমি গুলাবী!"

—"না রে, আমি তোর মা!"

"মা, মা, কিন্তু আমার মা কই?" কী যেন ঘটে গেল। ভাবিনীর মনে পড়ে গেল তার সেই হারানো দুঃখিনী মাকে। তার চোখ দিয়ে রুদ্ধ জল গড়িয়ে পড়ল···বাধাবন্ধনহীন কান্না আর থামেনা। "আমার মা কই?" করুণ কণ্ঠে সে কেবলি কাঁদতে থাকে।

তারপর?

মা কি ফিরে পেলেন তাঁ'র হারানো মেয়েকে?

মেয়ে কি খুঁজে পেল তা'র হারানো মাকে?

রক্তের টান কি ব্যর্থ হবার?

পর্দায় দেখুন।

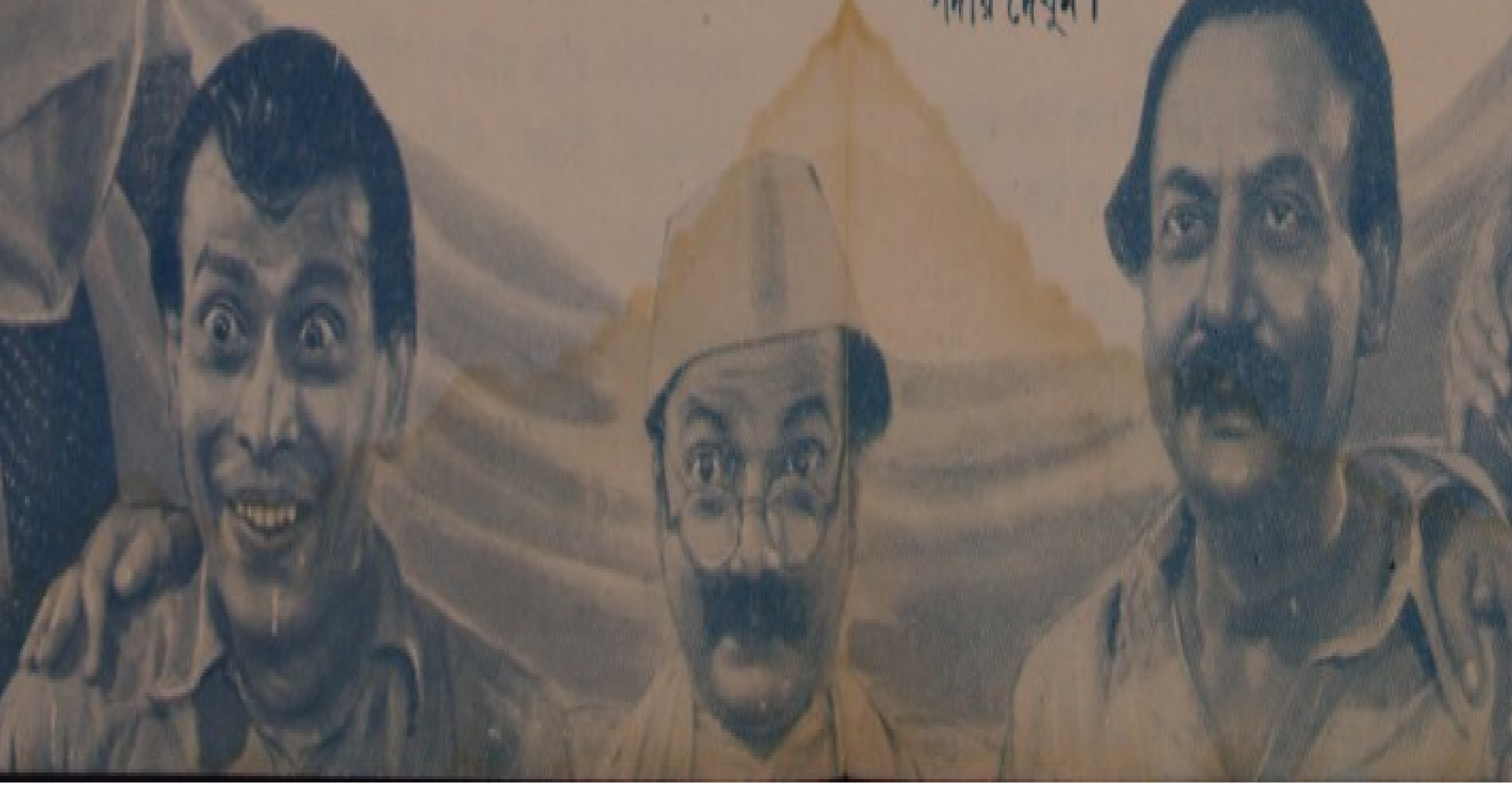

সঙ্গীতাংশ

[১]

আমি গানেওয়ালো—গান গেয়ে যাই,
সুরে সুরে সবার মনে ছন্দ জাগাই।
আমারই গান শুনবে যে জন,
রবে না তার মনের বেদন।
খুশির রঙে হৃদয় তারই হবে রোশনাই,
আমি গানেওয়ালো—গান গেয়ে যাই।
গানের সাথে চটুল্-চালে,
নাচি আমি তালে তালে
মোর নুপুরে বন-ময়ুরে পেখম ধরাই।
বুকে যাহার ব্যথা আছে,
সে এসো আজ আমার কাছে।
দিল্-দরদী দুর করে দি সকল ব্যথাই,
আমি গানেওয়ালো—গান গেয়ে যাই।

[২]

আমি যে হারানোর দলে,
মিটিল না সাধ মিটিল না আশা,
এ জনম গেল বিফলে।

আসিয়াছিলাম এই ধরণীতে
হাসি-খুশি ল'য়ে বাঁশি বাজাইতে,
হারাইনু হাসি, হারাইনু বাঁশি,
শুধু ভাসি নয়ন জলে॥

না ফুরাতে খেলা চলে যায় বেলা,
সময় আমার নাহি।
বসি নিরাশার নদীকূলে একা
বেদনার গান গাহি।

এই সুন্দর পৃথিবী হইতে
সাধ নাহি যায় বিদায় লইতে
তবু চিরতরে যেতে হবে স'রে
ব্যথা ল'য়ে হিয়া তলে
আমি যে হারানোর দলে॥

[৩]

ম্যয় কিসকি ব্যন যাউ
কিসকো পাস বুলাউ
ঘোলা ব্যরাসকা হার্ ইয়ে মোরা
কিস্‌কে গ্যলে প্যহনাউ।

আই বাহার আই
ত্যন্ম্যন্‌মে উম্যংগ ছাই
কিস্‌কো রূপ দিখাউঁ।

ঝুম্ উঠা স্বন্সার
হিরণ্ময়কে তারোঁ মে উঠি ঝন্‌কার
কিসকো গীত সুনাউ।

আও কোই আও রে
ব্যন্ যাও মেরে ব্যন যাও রে
তুমসে ম্যন্ ব্যহ্‌লাউঁ
ম্যয় তুম্‌রী ব্যন যাউঁ॥

[৪]

এলি তবে এলি নে কেন আমার হোয়ে বল্—
কোন্ দেশী এ খেলা তোর কী ধরণের ছল্—
কার্ ছিলি তুই কে জানে—এলি হেথায় কী টানে
যতো তোরে দেখি ততো আসে চোখে জল।
মোর দেহে মোর মনে যে একটি ছবি জাগে
তোরই মাঝে রূপ যে তারই আঁকা অনুরাগে
বল্ মা হবি না মেয়ে, ছেড়ে তো দেব না পেয়ে,
তোরে জড়িয়ে বুকে দুখ-বেদনা ভুলবোরে সকল।

[৫]

মোরা এই দেশেরই ছেলেমেয়ে—
এই দেশেরই গাহি গান
সকল দেশের সেরা এ দেশ,
স্বর্গও নয় এর সমান ॥
(মোদের) দেশের জনগণ, এরা যে অতি সাধারণ।
(তবুও) এদের মাঝেই অসাধারণ জাগে বীর্য্যবান্ ॥
এরা যে ঘরে ব'সেই চিত্তবলে
বিশ্বজয়ের পায়রে মান।
(মোরা) এই দেশেরই ছেলেমেয়ে—
এই দেশেরই গাহি গান ॥

মোরা কচি-কাচার দল যেন শ্যামল দুর্ব্বাদল।
(জানি) আমাদেরো মাঝে আছে বিরাট
মহীরূহের ফল ॥
(মোরা) নহি অসহায়, স্বয়ং বিধাতা সহায়।
(মোরা) বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন সত্য-সরল-প্রাণ।
(মোরা) ভালোবাসায় ভেদ-বিভেদের আন্‌ব
চির-অবসান ॥
(মোরা) এই দেশেরই ছেলেমেয়ে—
এই দেশেরই গাহি গান ॥

9-6-50

গঠনপথে

পি. জে. কে প্রোডাকসন্সের

দ্বিতীয় নিবেদন

মেয়েদের মন

পরিচালনা—কমল চট্টোপাধ্যায়

—রূপায়ণে—

আপনাদের প্রিয় অভিনেতা

ও অভিনেত্রীবৃন্দ

পি.জে.কে

প্রোডাকসন্স

পি, জে, কে প্রোডাকসন্সের তরফ হইতে প্রচার সচিব শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।

দাম দুই আনা